দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 25 JUL 1986
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...
082

উপজেলা পরিক্রমাঃ

লোহাগড়া

।। আবদুল ওয়াজেদ কচি ।।

নড়াইল জেলার অবহেলিত উপজেলার নাম লোহাগড়া। এ উপজেলার আয়তন প্রায় ২শ' বর্গকিলোমিটার। ২শ' ২৬টি গ্রাম নিয়ে গঠিত লোহাগড়া উপজেলার ১২ টি ইউনিয়নে লোকসংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৭৮ হাজার। হাজারো সমস্যায় জর্জরিত এ উপজেলায় উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

নবগঙ্গা বিধৌত দেশের অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্র লোহাগড়া উপজেলায় রাস্তার পরিমাণ প্রায় ৬শ' কিলোমিটার। এর মধ্যে মাত্র ১৩ কিলোমিটার রাস্তা পাকা। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে রাস্তাগুলো যানবাহন ও লোক চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। উপজেলার সদরের রাস্তাগুলোও প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয়নি।

জেলা শহর নড়াইলের সাথে সংযোগরক্ষাকারী একমাত্র রাস্তাটির অবস্থা বড়ই করুণ। ইট, পীচ, খোয়া উঠে রাস্তাটির শোচনীয় অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। লোহাগড়া সদর থেকে ভাটিয়াপাড়া, বড়দিয়া এবং উপজেলার উত্তরাঞ্চলের সংযোগরক্ষাকারী রাস্তাগুলোর অবস্থা বর্ণনাতীত। গ্রাম ও ইউনিয়নবাসীদের সদরে আসতে ভীষন দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

এদিকে মাগুরা জেলার সাথে লোহাগড়া উপজেলার মধ্যে দিয়ে কালিয়া উপজেলার যোগাযোগ রক্ষাকারী ভেড়ি বাঁধের কাজ আদৌ সমাপ্ত হবে কি না তা অজ্ঞাত। এ ভেড়ি বাঁধ দিয়ে লোক চলাচলে খুব অসুবিধার সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে শুধু ইট ও খোয়া দিয়ে রাখা হয়েছে। অপরদিকে বাঁধের পাশ দিয়ে রেখে দেয়া হাজার হাজার ইট এলাকার জনসাধারণ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্যে নিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা

লোহাগড়া উপজেলায় জমির পরিমাণ ৬৩ হাজার একর। লোকসংখ্যা অনুপাতে জমির পরিমাণ মাত্র ৪০ শতাংশ। তার মধ্যে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৩৫ শতাংশ। এ উপজেলায় কোন গভীর নলকূপ নেই। মাত্র ৭১ টি অগভীর ও ৩২ টি পাওয়ার পাম্পের সাহায্যে জমি চাষ করা হয়। ফলে ফসল উৎপাদনে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

উপজেলার অধিকাংশ এলাকায় কৃষকগণ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে জমি চাষ করে। এলাকায় প্রচুর পরিমাণে পান ও সুপারী উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও পরিচর্যার অভাবে পান ও সুপারীর আবাদ হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে প্রতি বছর মধুমতি নদীর ভাঙ্গনে বহু জমি ও পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।

জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

উপজেলাবাসীর খাবার পানির সংকট রয়েছে। ২ হাজার নলকূপের মধ্যে অনেক নলকূপ অকেজো রয়েছে। উপজেলায় একটি পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।

এখানে ওষুধ সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। রোগীদের শুধু ব্যবস্থাপত্র নিয়েই ছুটাছুটি করতে হয়। আলো, পানি, পয়ঃপ্রণালীর কোন সুব্যবস্থা এখানে নেই। রোগীদের প্রয়োজনের তুলনায় কম খাবার সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া কেন্দ্রের ডাক্তারদের ব্যক্তিগত চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেশী তৎপর থাকতে দেখা যায়।

হাট-বাজার

এ উপজেলার হাটবাজারগুলোর অবস্থা খারাপ। সদর, দীঘলিয়া, এড়েন্দা, শিয়রবর, বড়দিয়া প্রভৃতি হাটবাজারের স্থান সংকট, নর্দমা, পয়ঃপ্রণালীর কোন সুব্যবস্থা নেই। ছোট ছোট গলিপথ তাছাড়া অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা দোকানপাটের দরুন হাটুরেদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অবশ্য হাট-বাজার থেকে নিয়মিত খাজনা আদায় করা হয়। তবে আদায়কৃত অর্থ কি ভাবে ব্যবহার করা হয় তা অজ্ঞাত।

শিক্ষা ব্যবস্থা

লোহাগড়া উপজেলায় সর্বমোট ১শ' ৭৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার মধ্যে ২টি কলেজ, ১৮টি উচ্চ ও ৭টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৯৬টি সরকারী ও ২৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৫টি ফোরকানিয়া, ২টি সিনিয়র ও ৩টি দাখিল মাদ্রাসা। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র, গৃহ প্রভৃতি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এখানে শিক্ষিতের হার মাত্র ২৫ শতাংশ। নিরক্ষরতা দূর করার প্রয়াসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যার সমাধান করা একান্ত প্রয়োজন।

লোহাগড়া উপজেলা চেয়ারম্যান শেখ আবদুস সবুর এ সংবাদদাতাকে জানান, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের পর উপজেলাবাসীর সমস্যা সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে। এলাকায় জনগণের সমস্যা দুর করার জন্যে ধাপে ধাপে বিভিন্ন কাজ করা হচ্ছে এবং হবে।